১৩-০৩-১৭ প্রাতঃমুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা যেমন একদিকে তোমাদের বাবা, তেমনই আবার টিচার এবং গুরুও। জীবন থাকতেই বাবার কন্ঠমালার সুতোয় তোমাদের গ্রন্থিত (গাঁথা) হতে হবে।"

*প্রশ্নঃ- কোন্ বিশ্বাসের আধারে তোমরা বাচ্চারা স্থিরসঙ্কল্প ব্রাহ্মণ হও? *

উত্তরঃ - তোমাদের প্রথম নিশ্চয় এটাই যে, তোমরা চর্মচক্ষে তোমাদের দেহসহ যা কিছু দেখছ তার সবই পুরানো হয়েছে, এই দুনিয়া অতি মলিন হয়েছে যা বাস করার জন্য আর উপযুক্ত নয়। আমরা বাবার থেকে নতুন দুনিয়ার উত্তরাধিকার নিই। এই নিশ্চয়তার ভিত্তিতে এই জীবনে থেকেও এই পুরানো দুনিয়া এবং পুরানো দেহের অবসান ঘটিয়ে তোমরা বাবার হও অর্থাত্ শিবত্ব গুণের অধিকারী হও। তোমাদের এই নিশ্চয় আছে, একমাত্র বাবার থেকে বিশ্বের রাজ্যপাট নিই ।

*গীতঃ- তোমার পথেই বাঁচবো আর তোমার পথেই মরবো.... *

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এই গান গায়, যারা পাথরবুদ্ধির ছিলো তারা দৈব বুদ্ধির হওয়ার জন্য এই গান গায়। একটা জাগতিক গানও আছে, যে গানের কলিতে বলা হয়েছে পাথরও গান গায়। পাথর তো গান গায় না, পাথরবুদ্ধির মানুষ গান গায়। তোমরা এখন দেবোপম বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছ। ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের বুদ্ধি দিয়েছেন। আমরা যখন ঈশ্বরের গুণপ্রাপ্ত হই তখন নিজেদের দেহ সমেত সমগ্র দুনিয়াকে ভুলে, যাই কারণ এই দুনিয়া বসবাসযোগ্য থাকেনা। এই দুনিয়া অতি মলিন আর সমস্যাবহুল, জাগতিক কাজকর্ম বা ব্যবসাদির ব্যস্ততা চরম ! এখানে কোনো সুখ নেই তাই তো তোমার কণ্ঠের মালাসূত্রে গ্রথিত হই। আমাদের নিশ্চয় আছে, আমরা আত্মা; তাইতো বাবা আমরা তোমার হই। আমাদের হৃদয় আজ এই দুনিয়াকে ভুলেছে, এই দেহ ভুলেছে। কারণ আমরা যে আরও জেনেছি বাবা, তোমার থেকে আমাদের বিশ্ব রাজত্বের অধিকার প্রাপ্ত হয়। এই নিশ্চয় না হলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায়না। চৈতন্য দেহে বাবার হতে হবে। একমাত্র নিরাকার পিতাকে বলা হয় বাবা। তুমিই আমাদের বাবা, টিচার এবং সদগুরু। তুমি আমাদের প্রত্যক্ষ ফল প্রদানকারী। বাবার রূপে তুমি আমাদের বিশ্বরাজ্যের উত্তরাধিকার দাও। শিক্ষক রূপে সারা ব্রহ্মাণ্ড আর দুনিয়ার আদি -মধ্য -অন্তের সমস্ত নলেজ দাও। সদগুরুর ভূমিকায় ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছ তুমি তোমার সাথে, মুক্তিতে, শব্দহীন জগতে; প্রেরণ করছ জীবন-মুক্তিতে, সুখ সাগরে। বাবা, আমরা যাবো তোমার সাথে। তুমি আমাদের সত্যকারের সদগুরু। ওই গুরুরা তাদের সাথে কাউকে নিয়ে যায়না। এমনকি তারা মুক্তি বা জীবনমুক্তির পথ সম্পর্কে জানেনা। সেই সকল মানুষ তোমাকে সর্বব্যাপী বলে, তাহলে বর্সা কে দেবেন ! কাকে বলা হবে হে ভগবান ! তোমরা বাচ্চারা এখন জানো যে, তোমরা নিরাকার শিববাবার হয়েছ। আমাদের দেহ-অভিমান ভেঙে গেছে। আমরা তোমার ডিরেকশন অনুসরণ করবো বাবা। তুমিই বলো, দেহ এবং দেহ-সম্বন্ধীয় সবকিছু থেকে বুদ্ধি সরিয়ে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় ক'রে আমাকে স্মরণ করো। যখন আত্মা দেহ ছেড়ে দেয়, তখন তোমাদের মরণ হয়, আর সমগ্র দুনিয়া তখন তোমাদের কাছে মৃত। সম্পর্কগুলোও তখন থাকেনা। যতক্ষণ তুমি মায়ের গর্ভে প্রবেশ না করছ ততক্ষণ তোমার জন্য কোনো দুনিয়া নেই, তুমি সম্পূর্ণভাবে দুনিয়া থেকে আলাদা। বাবা বলেন, বাচ্চারা, তোমরা সবকিছু ভুলে জীবনে থাকতে আমার হয়ে যাও। আমি তোমাদের আমার সাথে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। এই দুনিয়া এখন শেষ হয়ে যাচ্ছে। দেবী-দেবতারা কখনও অপবিত্র

দুনিয়ায় আসেননা । যখন মানুষ মন্ত্রাদি উচ্চারণে মিনতিভরে লক্ষ্মীকে আহ্বান করে, তারা সর্বাগ্রে সবকিছু পরিষ্কার করে । যেমনই হোক, এটা সত্যযুগ নয় যে, লক্ষ্মী আসবেন । সেক্ষেত্রে, নারায়ণ কোথা থেকে আসবেন ? তারা কেন মহালক্ষ্মীকে চতুর্ভুজা দেখায় ? কেউ বুঝতে পারেনা যে, এটা হলো দ্বৈত-রূপ । চার বাহুসহ একজনও কেউ হতে পারেনা, যেমন ছবিতে তারা দেখিয়েছে । তবে তো তাদের দুটো মুখও দেখানো উচিত্ । তারা কখনই চার পদ দেখাতে পারেনা, কেননা বাস্তবে এইরকম চারপদ বিশিষ্ট মানুষ হয়ই না । এই সবকিছু অন্যদের বোঝানোর জন্যে যে, ওই দ্বৈত-রূপ লক্ষ্মী এবং নারায়ণের । যদি তাঁরা আলাদা হন, তবে তাঁদের প্রত্যেকের দুটো হাত এবং দুটো পা-ও হবে । বাবা বলেন, সর্বাগ্রে তাদের এই নিশ্চয় করাও যে তোমাদের বাবা, বাবা-টিচার এবং সদগুরু আর সেই তিনি আমাদের সবাইকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন । তাঁর কোনো শিষ্য ইত্যাদি নেই যে, তিঁনি চলে যাওয়ার পরে তারা তোমাদের জ্ঞান দেবে বা তাদের সাথে তোমাদের নিয়ে যাবে । বাবা বুঝিয়েছেন, নাটক এখন সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে । বাবা বলেন, আমি সবার সদগতি দাতা, পতিত-পাবন । আমি সর্বকালেরও কাল । তাদের যমদূতের সাক্ষাত্কার হয় কারণ তারা ক্রমাগত পাপ করতে থাকে, সুতরাং, তার জন্য তারা সাজাও ভোগ করে । যাই হোক, যমদূত ইত্যাদি হয়না । আত্মা এক দেহ ছেড়ে আরেক দেহ নেয় । গর্ভে থাকাকালীন আত্মার শাস্তি হলে নিদারুণ কষ্টে আর্তনাদ করে । সর্বপ্রথম বাচ্চাদের নিশ্চয় করতে হবে ইঁনি আমাদের বাবা -টিচার এবং সদগুরু এবং সেই এককেই স্মরণ করতে হবে । রচয়িতাও এক এবং একমাত্র । ১০ বা ১০০ রচয়িতা নয়, আর না-ই দশ দুনিয়া । বাচ্চারা বলে, বাবা আমরা তোমার গলার হার হয়েছি । তারপর আমাদের রুদ্রমালা তৈরি হবে । এই সময়, তোমরা ব্রাহ্মণরা পুরুষার্থী । তোমাদের মালা তৈরি হতে পারেনা। কেননা, তোমরা ওপরে উঠে আবার পড়ে যাচ্ছ । *তোমরা জানো যে, তোমরা বাবার মালা হয়ে -- পরে বিষ্ণুর মালা হবে । সর্বপ্রথম তোমাদের নিরাকার মালা পরমধামে যাবে, তারপরে সাকার মালা বিষ্ণুধামে যাবে* । মানুষ এইসব জিনিস জানেনা । বাচ্চারা বলে, আমরা জীবনে থাকতেই তোমার হয়েছি বাবা ! তা নাহলে সাকার মানুষ, সাকার মানুষকে অ্যাডপ্ট করে ! এখানে তোমাদের অর্থাত্ নিরাকার আত্মাদের শিববাবা অ্যাডপ্ট করেন । ব্রহ্মার মাধ্যমে তিঁনি বলেন, হে আত্মাগণ, তোমরা আমার হয়েছ । তিঁনি বলেন না তোমরা সাকার সত্তারা আমার হয়েছ । এখানে, নিরাকার আত্মারা, নিরাকারকে বলে আমি তোমার হয়েছি । অন্যান্য যারা অ্যাডপ্ট করে তারা দেহকে দেখে । এমনকি তারা নিজেদেরও আত্মা মনে করেনা । ভাই ভাইকে অ্যাডপ্ট করলে তারা কি লাভ করবে ? এখানে বাবা তোমাদের অ্যাডপ্ট করেন উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্যে । এই হলো গভীর গুহ্য বিষয়, যারা যথার্থভাবে পড়বে তাদের বুদ্ধিতে এই সমস্ত বিষয় স্থির-নিশ্চয় হবে । নিরাকার বাবা বলেন, দেহ-অভিমান ছেড়ে আমার হও, আমি তোমাদের আমার সাথে নিরাকার দুনিয়ায় ফিরিয়ে নিয়ে যাব । কৃষ্ণ-আত্মাকে পরমাত্মা বলা হয় না । সেই আত্মা পুরো ৮৪ জন্ম নেয় । লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিলো । রাজা রাজার পার্ট আর রাণী রাণীর পার্ট, প্রত্যেকে নিজের ভিন্ন - ভিন্ন পার্ট প্রাপ্ত করে । তারা ৮৪ জন্ম নেয় । এটা কোনও এক আত্মার কথা নয়; প্রত্যেককে পুনর্জন্ম নিতেই হবে । বাচ্চারা, তোমাদের বোঝানো হয়েছে কিভাবে ৮৪ জন্মের চক্র ক্রমান্বয়ে ঘুরছে । যখন তোমরা ৮৪ লাখ জন্মের কথা বলো তখন সবকিছু ভ্রষ্ট হয়ে যায় । তোমাদের লক্ষ বছরের কথাও স্মরণে আসেনা । এখন সবকিছু তোমাদের স্মরণে এসেছে । আজকের ভ্রষ্টাচারী দুনিয়া, কাল হবে শ্রেষ্ঠাচারী । শাস্ত্রীজীর মতন আমরাও লিখতে পারি, আমরা নিশ্চয়ই নিউ ইন্ডিয়া রচনা করবো । যেমনই হোক, নিউ ইন্ডিয়া একমাত্র নিউ ওয়ার্ল্ডেই হবে । সেখানে দেবী-দেবতা ধর্ম ছাড়া অন্য কোনও ধর্ম হয়না । ভারতে এখন বহু ধর্ম বিদ্যমান । নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডালপালার অস্তিত্ব ।

তাদের সবকিছু শেষের মুখে । এটাও দেখানো হয়েছে যে, লক্ষ্মী-নারায়ণ এখন ব্রহ্মা-সরস্বতী হয়েছেন । তারপরে ব্রহ্মা-সরস্বতী লক্ষ্মী-নারায়ণ হবেন । সেই কারণে তারা দেখিয়েছে ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু বেরিয়েছেন আবার বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা । তোমরা এখন বিষ্ণু কুলের হতে চলেছ । যারা যথার্থভাবে বুঝতে পারে তাদের খুশির পারা চড়বে, নাটক এখন সম্পূর্ণ হয়েছে । যখন তোমরা নাটকের কথা বলো তোমাদের আদি -মধ্যে -অন্ত সব স্মরণে এসে যায় । তোমাদের মধ্যে যারা সচেতন তাদের বেহদের ড্রামা স্মরণে থাকবে । প্রথমে সূর্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয়দের রাজত্বকাল ছিলো পরে অন্যান্যরা এসেছে । তারপরে তারা বৈশ্যবংশীয় এবং শূদ্রবংশীয় হয় । আমরা আত্মারা এইভাবে ৮৪ জন্ম নিই । তোমাদের অনেকের স্মরণ হয়না । ড্রামার আদি -মধ্য -অন্তের জ্ঞান তোমাদের বোঝা উচিত্ । এই নাটক ৫ হাজার বছরের; এই জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত্ । আত্মা অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র; সে-ই ৮৪ জন্মের পার্ট প্লে করে । পরমাত্মাও অতিশয় ক্ষুদ্র বিন্দু । তিনিও তাঁর পার্ট প্লে করার বন্ধনে বেঁধে আছেন । তিনি ড্রামার বন্ধনে আবদ্ধ । সঙ্গমযুগেই তাঁর পার্ট প্লে করার টাইম ইমার্জ হয় অর্থাত্ সঙ্গমযুগেই তাঁর নিজস্ব ভূমিকা পালন করার সময় নির্ধারিত হয়েছে । শাস্ত্রে তারা লিখেছে যে ভগবানের সঙ্কল্প ছিলো নতুন সৃষ্টি রচনা করার; কিন্তু এমনভাবে লেখা হয়েছে যে, কেউ এটা বুঝতে পারেনা । সেই সমস্ত কথা অতীতের । প্র্যাকটিক্যালে তোমরা তোমাদের পার্ট প্লে করছ । তোমরা জানো যে, তিনি ত্রিভূমিকায় - আমাদের বাবা, টিচার এবংসদগুরু । তোমরা লৌকিক বাবাকে কখনও এইরকম বলতে পারবেনা । একজন গুরুকে গুরুই বলা হয়ে থাকে । এখানে একের মধ্যেই তিন । এই সমস্ত কথা বুঝতে হবে । একমাত্র গড় ফাদারকে নলেজফুল (জ্ঞানসম্পন্ন) বলা হয় । তাঁর সমগ্র ঝাড়ের নলেজ আছে কারণ তিনি চৈতন্য । তিনি এসে তোমাদের সমস্ত নলেজ দেন । বাচ্চারা তোমরা জানো যে, এখন তোমরা তোমাদের দেহ ছেড়ে বাবার সাথে ঘরে ফিরে যাবে । যখন তোমরা কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছবে, তোমাদের মধ্যে কোনও অশুভ শক্তি থাকবেনা । এক নম্বর শত্রু, দেহ-অভিমান । সমস্ত অশুভ শক্তির মাথা, রাবণ । ভারতেই রাবণকে জ্বালানো হয়, অথচ রাবণ কি তারা জানেনা । কবে থেকে দশহরা, রক্ষাবন্ধন, দীপমালার উত্সব উদযাপিত হয়ে আসছে তাও তারা জানেনা । রাবণের পরিণাম কি হবে, মৃত্যু নাকি এইভাবেই সে রাজ্য চালিয়ে যাবে ! তোমরা বলতে পারবেনা । তারা রাবণকে জ্বালায় কিন্তু সে আবার জীবিত হয়ে ওঠে কেননা এটাই তার রাজ্য । সত্যযুগে কোনও রাবণ নেই । সেখানে, যোগবলের দ্বারা শিশুর জন্ম হয় । তোমরা যোগবলের দ্বারা বিশ্বের মালিক হতে পারলে, যোগবলের দ্বারা শিশুর জন্ম হতে পারেনা ! সেখানে রাবণের কোনও অস্তিত্ব নেই । সুতরাং, কোনরকম অসংযত হওয়ারও প্রশ্ন নেই । সেই কারণে কৃষ্ণকে বলা হয় যোগেশ্বর । তিনি সম্পূর্ণরূপে বিকারহীন । যোগী কখনও অসংযমী হননা অর্থাত্ অবাধে নিজের ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করেননা । ভোগী কখনও যোগ সিদ্ধ হতে পারেনা । এখন তোমরা যোগ শিখছ । ভোগী হলে অথবা বিকারগ্রস্ত হলে যোগযুক্ত হতে পারবেনা । তোমরা বাচ্চারা একযোগে বাবা, টিচার এবং সদগুরুর উত্তরাধিকার লাভ করছ । সদগুরু সকলকে তাঁর সাথে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন । সবাইকে তিনি নিয়েই যাবেন, কিন্তু কেবলমাত্র তোমরাই তাঁর কন্ঠহার হবে । সাজন সকল সজনিদের সঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন । প্রথমে সাজন যাবেন, তারপর যারা সূর্যবংশীয় এবং চন্দ্রবংশীয় হবে তারা যাবে । তারপরে ইসলাম এবং তারও পরে যারা বৌদ্ধ ঘরানার তারা সমারোহের সঙ্গে অনুগমন করবে । সমস্ত আত্মাদের গিয়ে তাদের নিজ-নিজ সেকশনে বসতে হবে । আত্মা হলো নক্ষত্র, স্টার । এই সকল বিষয় যথার্থভাবে বুঝতে হবে । একমাত্র সৌভাগ্যবানেরা এই সমগ্র বিষয় ধারণ করে অন্যদেরও বোঝাবে । যারা বুঝবে তারা আবার মহিমা করবে, অমুক-অমুকে আমায় বুঝিয়েছিলেন আর আমার বুদ্ধির দরজা সম্পূর্ণরূপে খুলে গেছে । তিনি আমাকে জীবনদান দিয়েছিলেন । তারপর

তার প্রতি ভালোবাসা তৈরি হয় । সে ক্রমাগত তাকেই স্মরণ করতে থাকে, পরে সে তার থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয় । নিমিত্ত কাউকে স্মরণ করা যায়না । নিমিত্ত কেউ কার্যাদি-সাধনই করবে, শুধু এইটুকুই । সজনী তারপর সাজনকে স্মরণ করবে । ব্রহ্মাও শুধুমাত্র নিমিত্ত । একমাত্র শিববাবাকেই স্মরণ করতে হয় । নিমিত্ত এই ব্রহ্মাও তাঁকে স্মরণ করেন, কিন্তু ইনি পতিত বলে এনার কোনও মহিমা হয়না । পরমাত্মা প্রথমে এনার মধ্যে প্রবেশ ক'রে তারপর এনাকে পবিত্র বানান । এক পতিত, আরেক পবিত্র, সূক্ষ্মবতনে ব্রহ্মা পবিত্র । তাঁর মুখও প্রদর্শিত হওয়া উচিত্ । বারবার এই ব্যাখ্যা করা হয়েছে । যাই হোক, যখন কেউ এসে বাবার হয় এবং বলে, "বাবা, আমি এখন আপনার হয়েছি, আপনি আমার বাবা, টিচার, সদগুরু " , বাবা বলেন, "আমিও তোমায় গ্রহণ করেছি "। কিন্তু মনে রেখো তুমি কখনও আমার সম্মান নষ্ট করবে না । আমার হয়ে যাওয়ার পর কোনরকম বিকারকে প্রশ্রয় দেবে না ! বাস্তবে, এই সময় সকলে নরকবাসী; তারা স্বর্গকে স্মরণ করে । তারা বলে, অমুকে স্বর্গবাসী হয়েছে । ওহ্ ! কিন্তু স্বর্গ কোথায় ? যদি সেই ব্যক্তি স্বর্গেই গিয়ে থাকে তবে কেন তোমরা তাকে এখানে খাবার খেতে আমন্ত্রণ করো ? পতিত দুনিয়ায় তারা পতিত ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে খাওয়ায় । কেউ পবিত্র নয় অথচ এই ছোট একটা কথা কেউ বুঝতে পারেনা ! আচ্ছা !

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ -স্মরণ আর গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) জ্ঞান প্রদানকারী দালালের প্রতি প্রীতি না রেখে এক এবং একমাত্র বাবাকে স্মরণ করো । শুধুমাত্র তিনিই তোমাকে জীবনদান দেবেন ।

২) এই বেহদের নাটক বুদ্ধিতে রেখে অপার খুশিতে থাকতে হবে এবং দেহ-অভিমান ছেড়ে অশরীরি হওয়ার অভ্যাস করতে হবে ।

বরদানঃ- পবিত্রতার ফাউন্ডেশন মজবুত করে অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভবকারী সম্পূর্ণ এবং সম্পন্ন ভব

ব্রাহ্মণ জীবনের ফাউন্ডেশন হলো পবিত্রতা । এই ফাউন্ডেশন মজবুত হলে সম্পূর্ণ সুখশান্তির অনুভব হয় । যদি অতীন্দ্রিয় সুখ বা সুইট সাইলেন্সের অনুভব কম হয় তবে ধরে নিতে হবে নিশ্চয়ই পবিত্রতার ফাউন্ডেশন দুর্বল । এই ব্রত ধারণ করা কোনও কম কথা নয় ! বাপদাদা পবিত্রতার ব্রত পালনকারী আত্মাদের হৃদয়ের অভিনন্দন জানান এবং আশীর্বাদ দেন । এই ব্রতের মাধ্যমে 'সম্পূর্ণ এবং সম্পন্ন ভব'- এই বরদান প্রাপ্ত করার জন্য ব্যর্থ ভাবনা, দেখা , বলা এবং করায় ফুল স্টপ লাগিয়ে পরিবর্তন করো ।

শ্লোগানঃ- সদাই একের গভীরে হারিয়ে যাওয়াই, একান্তবাসী হওয়া ।